১৯৪৫ সালে আথেন্সে আথিনা পাপাদাকির জন্ম। আধুনিক গ্রিক কবিতার ক্ষেত্রে আথিনা পাপাদাকি একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বর্তমান বিশ্বে মহিলাদের কাব্যচর্চার পরিসরে পাপাদাকির কবিতা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে।

আথিনা পাপাদাকি গ্রিক লেখক-সঙ্ঘের সদস্যা। নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি ইংরেজি ও ফরাসি জানেন। তাঁর কবিতা ফরাসি, স্প্যানিশ, পোলিশ ও রোমানিয়ান ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

ভাষালিপি
২৪ রাজা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

আথিনা পাপাদাকি-র কবিতা

অনুবাদ
রুদ্র কিংশুক

আথিনা পাপাদাকি-র কবিতা

অনুবাদ

রুদ্র কিংশুক

ভাষালিপি
২৪ রাজা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

ATHINA PAPADAKI-R KABITA
a collection of Athina Papadaki's Poetry
translated into Bangla
by
RUDRA KINSHUK

Price : Rs. 45

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৯

অনুবাদ স্বত্ব : রুদ্র কিংশুক

প্রচ্ছদ : সঞ্জীব চৌধুরী

নবনীতা সেন কর্তৃক ভাষালিপি ২৪ রাজা লেন কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত
ও মুদ্রণ গ্রাফিক্স ২৪ রাজা লেন কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত।
দূরভাষ ৯৮৩৬৩৮৬১৯৬

৪৫.০০

উৎসর্গ

গ্রিক ভাষা-সাহিত্যের
একনিষ্ঠ পাঠক
শ্রীউজ্জ্বল ঘোষ
বন্ধুবরেষু

Την Ποιήτρια
Αθήνα Παπαδάκη
— Με αγάπη
Ujjal Ghosh
9/7/2019
INDIA

এই লেখকের গ্রিকচর্চার বই

প্রাচীন গ্রিক কবিতা। ভাষালিপি, ২০০৫
সাম্প্রতিক গ্রিক কবিতা। কবিতা পাক্ষিক, ২০০৮
পসেইদনের ঘোড়া। গ্রিক মিথ
পুরানের কবিতা। ধানসিড়ি, ২০১৬
আথিনা পাপাদাকি-র কবিতা। ভাষালিপি, ২০১৯

দরজা ও দিগন্তের ভেতরে ঈশ্বরের হয়ে ওঠা : আথিনা পাপাদাকি-র কবিতা

আধুনিক গ্রিক কবিতার ক্ষেত্রে আথিনা পাপাদাকি একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বর্তমান বিশ্বে মহিলাদের কাব্যচর্চার পরিসরে পাপাদাকির কবিতা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়ার দাবি রাখে।

১৯৪৫ সালে আথেন্সে আথিনা পাপাদাকির জন্ম। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে পাপাদাকি সাংবাদিকতাকে বৃত্তি হিসাবে বেছে নেন। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়েছে সাতখানি কাব্যগ্রন্থ ও ছ-খানি ছোটোদের বই। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির ইংরেজি অর্থান্তরে নাম— আর্ক অ্যাঞ্জেল অব কংক্রিট (Arch Angel of Concrete, 1974), ইউ ল্যাম্ব অব দ্য ভেপারস (Ewe-Lamb of the Vapours. 1980), আর্থ ওয়ান্স এগেইন (Earth Once Again, 1986), সো পেল অলমোস্ট হোয়াইট (So Pale Almost White, 1989), শপ উইন্ডো লাইনেস (Shop Window Lioness, 1992) এবং ইন দ্য ব্যালকনিস রেলম (In the Balcony's Relm, 1998)।

ব্যক্তিগত নিভৃতি ও বাইরের বিরাট পৃথিবী— এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিকতার বিষয় পাপাদাকির প্রথম দিকের রচনায় ফিরে ফিরে এসেছে। 'গৃহদ্বার ও দিগন্তের মাঝে ঈশ্বরের আবির্ভাব'—পাপাদাকির অনুভব। আবার তিনিই লিখেছেন 'এসকেপ ফ্রম দ্য কিচেন সিঙ্ক' (Escape from the Kitchen Sink) শীর্ষক কবিতা। বলাবাহুল্য, শুধু পাপাদাকির ক্ষেত্রেই নয়— অনেক কবির অনুভব ও বিশ্বাসের মধ্যে এমন বিপরীতধর্মিতা বা দোলাচলতা দেখা যায়, যা কবি-ধর্মের গভীরেই নিহিত অনিবার্য এক প্রক্রিয়া। এই বৈপরীত্য বা দ্বান্দ্বিকতা আমরা দেখি অকটাভিও পাজের কবিতাতেও।

পরবর্তী পর্বের কবিতায় পাপাদাকি তাৎক্ষণিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার পরিসর থেকে তাঁর চিন্তা-চেতনাকে বিচ্ছিন্ন করে স্থাপন করেছেন এক প্রত্ন-প্রতিমা (archetype) ও পুরাণকথার পরিসরে, যা প্রতিনিয়ত স্থানিক ও কালিক বন্ধনকে অতিক্রম করতে প্রয়াসী। তবুও বলতে হয়— তাঁর এই প্রয়াস সর্বাংশে ফলপ্রসু হয়নি, কারণ এই পর্বের কবিতাতেও পারিপার্শ্বিকতা উঠে এসেছে। শুধু তা-ই নয়— আপাতদৃষ্টিতে যে-সব উপাদানকে কবিত্বগুণবর্জিত বলে মনে হয়, সে-সব উপাদান অন্বিত হয়েছে পাপাদাকির কবিতায় নতুনতর অর্থ ও ব্যঞ্জনায়।

তাঁর সমকালীন সকল নারীর সঙ্গে একাত্মতা-বোধ পাপাদাকির চিন্তাচর্চা ও উপলব্ধির মধ্যে ক্রমে রূপায়িত ও বিকশিত হয়ে ওঠে পৃথিবীর অতীত ও ভবিষ্যতের সমগ্র নারীসত্তার সঙ্গে একাত্মবোধে। এই বোধের উত্তরণের ফলে পাপাদাকির কবিতায় প্রত্ন-প্রতিমার আধিক্যের সঙ্গে মহাজাগতিক ও নারী-শারীরিক চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই মহা সৃজনশীল প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে নারীর সৃজনীশক্তি—পাপাদাকির কবিতায় এই নারীশক্তি মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

আথিনা পাপাদাকি গ্রিক লেখক-সঙ্ঘের সদস্যা। নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি ইংরেজি ও ফরাসি জানেন। তাঁর কবিতা ফরাসি, স্প্যানিশ, পোলিশ ও রোমানিয়ান ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

সূচিপত্র

ছাই আর ছাই আবার ৯
যে-কবিতা ত্বকে লেগে আছে ৯-১০
চুম্বক ১০
নিরুত্তর ১০
বিরল প্রজাতি ১০
টেবিল রীতি ১১
গ্রামের বাড়ি ১১
ক্ষুধা ১২
অগম্য ১৩
প্রার্থনা ১৩
অনুকরণ ১৪
নিরক্ষীয় আলফা ১৪
টান ১৪
বাগান যা বাগান নয় ১৪
মাতৃত্ব ১৫
শীতের ক্যাকটাই ১৫-১৬
উপাসনা ১৭
পার্শ্ববর্তী আগুন ১৮
মূল্যবান পাথরের জন্ম ১৯
শুভ্র মার্চ ১৯
প্রস্থান ২০
প্রথাভাঙা রূপ ২০
পবিত্র রুটি ২০
পারদের ওপর মূর্তি ২১
তার অলীক ছবিগুলি ২১
সিঁড়িতে ২২
বসন্ত বিলাপ ২২
একটি জন্মদিনের স্মৃতি ২৩
শূন্যতা ২৪

ছাই আর ছাই আবার

পৃথিবী পুড়ছে, ক্রমাগত পুড়ছে
সবকিছু নিয়ে, যার আছে ডানা ও সুগন্ধ,
আমার আবেগের ভিতর এক ফোঁটা তেল।
আমার অপযশের জন্য আমি আগুনের কাছে ঋণী।
যা-কিছু ধ্বংসপ্রবণ তারই মতো আগুন
একগুচ্ছ স্বপ্নকে গতিশীল করে তোলে
যতক্ষণ-না অলীক ভুবন ঘাসের মতো পোড়ে।
কখনও কখনও ছোটো বন্দুক জেগে ওঠে,
ঘামের দিগন্ত আলোড়িত করে শুকনো বাতাস
সজিনার ভিতরে।
যা-কিছু অকারণ পোড়ে, তাতেই আমার বিশ্বাস।
ক্ষণস্থায়ী ও নির্বাক
আমি স্তন্যপায়ীদের দুধের উৎসবে
জাজ্বল্যমান দেখি।
আমি মূল্যবান
আমার প্রতিশ্রুতি কিছু নয়, কেবল ছাই।

যে-কবিতা ত্বকে লেগে আছে

সবকিছু সুতোয় ঝুলে আছে, এমনকী গাছেরাও,
চোখের আড়ালে তারা ঘোরে
বাতাসের নারীসত্তার কাছে নিজস্ব পরিসর ছেড়ে
যাতে সবুজ কণার যুগ আবারও জন্মাতে পারে।
প্রজাপতিরা বসন্তের তল উত্থিত করে
ফুল থেকে ফুলে
অনন্ত গতিশীল,
তবু বরফের শীতল বাস্তবতার আঘাত।
জমে ওঠে ধীরে ধীরে
খুলে নেয় আঙুল থেকে যাবতীয় অঙ্গুরীয়,

মেয়ে বধূ হওয়ার আগে
দর্পণের কাছে রাখে নিজস্ব হিসেব,
নক্ষত্রের নীচে তাদের গভীর অনুভবসহ
স্বপ্নগুলি
আমরা পৃথিবীর না-জাত শিরার দিকে
ধাবমান দৌড়বিদ...

চুম্বক

ভালোবাসা ফেরানো যায়না, যা তুমি দিয়ে ফেলেছ,
জল, যার গ্রহণে পাতারা সবুজ সতেজ।
আমাদের হাতেই বাগান পবিত্র।

নিরুত্তর

কেন আমার শরীরকে তুমি এমন করো
যাতে সূর্যভেজা প্রতিদিন
প্রবেশ করে কালোরেশম-পরা
মৃত্যুর যৌবন।

বিরল প্রজাতি

গোলাপ চুরি করতে করতে অপহরণ করি ছায়া,
প্রিয় ঈশ্বর, মনে রেখো
গোলাপকে আমার মুক্তিপণ করে আমি বার হয়েলিাম
—কোথায়?

টেবিলরীতি

সমস্ত জগতের স্বাদ নেব
ঘন লাল সব্জির ভেতর।
উঁচু তারাদের নীচে
আমার দস্তানায় জড়ানো
এবং নীরব,
ব্লেডের প্রথামাফিক টমাটো।

গ্রামের বাড়ি

শাকপাতা আর শস্যের সঙ্গে আমি বেঁচে থাকবো,
আমার বাহুদুটি গোটানো থাকবে।
আমার বৃত্তকে গুটিয়ে রাখবো বিনীতভাবে।
গাছেদের ছাদ নিচু হবে
চৌকাঠ উঁচু হবে একটু।
গোধূলির আসার সময় আকাশের বাঁকে বাঁকে
তুমি কর্তৃত্ব হারাবে
পাবে অন্য কিছু, বেশি মূল্যবান,
চলমান জলধারা।
আমি ব্যালকনিতে হাওয়ার খোঁজে যাই।
গৃহদ্বার ও দিগন্তের মাঝে ঈশ্বরের আবির্ভাব...

ক্ষুধা

কিন্তু ক্ষুধা কাকে বলে?
রাজকীয় সাদা-কালো ডোরাকাটা
রক্তিম শ্বাপদের দল
এগিয়ে আসছে তীব্র গতিতে
ধূলির বিস্ফারিত উড়ানের ভিতর,
হঠাৎ নিশ্চল শিকারের শরীরে ভয়ের কাঁপন তুলে।

রক্ত অদৃশ্য হয় মশলা আর বাষ্পের ভিতর
ঝকঝকে ডাইনিং-রুমে
পোর্সিলিন ভঙ্গিমায়,
ছুরি ও কাঁটার ভিতর এখন দূরত্ব
বারো ইঞ্চির বেশি নয়।

অদৃশ্য স্বাদ দৃশ্যমান পাত্রে পরিবেশিত,
ফুল, মদ্য ও বিহঙ্গ-মাংস সহ।
বস্তু দ্বারা বস্তু অধিকৃত
কংকালের নির্দেশে,
ক্ষুধিত অধৈর্য হয় আর আমাদের জীবন
হয়ে ওঠে মরণশীল।

অগম্য

স্বপ্ন
বাকহীন
অন্যজন
প্রেমিক-প্রেমিকা
পর মুহূর্ত
জুঁইফুল
কবিতা
যন্ত্রণা
আকাঙ্ক্ষা
ডেইজিফুলের মতো
একক স্বপ্ন
আর কম জল সহ

প্রার্থনা

জগতের প্রভাতবেলায় আমি জ্বেলে দিলাম মোমবাতি
আর দেখলাম জলের শিকলগুলি
যেন শান্ত অপার্থিব ফুল
মোড়া থাকে গন্ধ আর ক্লোরোফিলের ভেতর।
আমি চেষ্টা করি উচ্চারণ করতে সব এবং কিছুই না
প্রভু, প্রত্যাশা করো না আমার খুব বেশি যৌবনের
কারণ যুবতীতর হলে, আমার মৃত্যু নিশ্চিত।

অনুকরণ

অনিমন্ত্রিত সে আমাকে চেয়েছিল গুলাব
পথিক ইচ্ছে
গুলবাগিচাকে বললাম আমি তোকে আহুতি দেব
শান্ত বাগান কেঁপে উঠল
মলিন পৃথিবীতে
আমি কাটতে চাইলাম সুগন্ধি গাছকে
সে কাটল না কিছুতেই
পথিক জানতে চাইল—
কেন তুমি শূন্যতাকেই কুচোকুচি কাটতে চাইছ
ফুলের মতো।

সবকিছু ওলটপালট হল।
এরই জন্য কি এত দীর্ঘ পরিচর্যা
জল-দেওয়া, আগাছা-উপড়ানো, চাষাবাদ?
বীজক্ষেত্র এখন ভয়ংকর কিছু
অথবা হয়তো বস্তুও
প্রতিশোধ নিল, মানুষের অনুকরণ?

নিরক্ষীয় আলফা

আমার বিশ্বাস কেবল লেবুফলে
আর আমার শরীরে।

সিংহীর পোশাকে
এক কালো নক্ষত্র।

টান

শরীর থেকে মুদ্রাগুলি খসে পড়ে।

বাহু বেষ্টনে শিশুটিকে নিয়ে
আমি চেষ্টা করি
রাত কাটিয়ে দিতে।

বাগান যা বাগান নয়

পবিত্র রূপান্তর সূর্যের আলোর নীচে।
যেখানে তুমি প্রত্যাশা করেছিলে কুসুমসম্ভার,
সেখানেও নতুন উদ্‌গমও কুঞ্চিত।

তুমি জানালা খুলে দাও,
চারদিকের জগৎ কালো
যেন বাগান হয়ে উঠেছে সর্বত্যাগী।

তবু এখানে গোলাপ
তার বহু পাপ-আকীর্ণ পাতাগুলি নিয়ে মাথা তুলবে
অদৃশ্য কোন স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার থেকে
সেই বাগানে যা আসলে কোন বাগান নয়।

মাতৃত্ব

দুধ
এই প্রথম গৃহপালিত জীব।

তুলোর সাধারণ
সাদা বয়ন যতক্ষণ না হয়ে ওঠে
সবরকমভাবে।

শিশু প্রাণ করে ভারী—
স্তন
ভবিষ্যৎ নেমে আসে
শশ্রুহীন অবতার, যদিও প্রাজ্ঞ।

ছোঁয়া

জ্ঞানের আগে
ভালোবাসা
শরীরের ভেতরে আশ্রয় নেয় একটি শিং নিজেই।

পবিত্র আঘাতের দিকে যাবার রাস্তা।

শীতের ক্যাকটাই

১.
ছাই থেকে জল নিয়েই
তারা তাপপ্রবাহের আগাম খবর আনে।
শূন্যতা বিচ্ছিন্ন ও শূন্যতা বীতরাগী,
তাদের সমগ্র ইতিহাস বালিতে,
আর পরবর্তী দিনগুলি নিয়ে আসে প্লাবনের বিপুল জলরাশি।
তাদের বিশ্বাস মূল্যবান,
আর ওই বালি থেকেই বার হয় আত্মনিবেদন।

২.
জানুয়ারি প্রভাতে
অভিশপ্তরা পায়না কোন আলিঙ্গন,
নৈঃশব্দ্যের পালতোলা জাহাজে শোয়া,
যেখানে পৃথিবী দ্বিগুণ ভালো লাগে।
তারা যা জানে তা অপরিচিত হয়ে ওঠে
চেনা যায় না এমন কি তাদের ফুলগুলিও।

৩.
তাদের ফাঁস, তাদের কাঁটা
আর তুষারপাত মুছে ফেলার ছবি
যেন সাদা বর্শা উঁচু থেকে
ধ্বংস করতে চায় তাদের যারা বলে
ভালোবাসা অর্জন অসাধ্য।
বিপরীত আর সকণ্টক।
বসন্তের বৃষ্টি নয়, তারই
জলে নিয়ে আসে কুসুম
অসহনীয় বেদনার সৌরভ
যেখানে জগৎ মিলিত হয়।

উপসনা

দেবতার পরিমিত শব্দগুলি
লেবুগাছগুলিকে নুইয়ে দেয়
গভীর জলাশয়গুলির দিকে।
পৃথিবীর রক্ষণ বীজ।
উত্তুরে বাতাস বয়ে যায়
সবকিছুর এবং অনেক অজানার দিকে।
আমাকে খুঁজে পায় নিশ্চিত লাল পোশাকে।
কুয়োর নীল-কালো কাঁটার কাছে ফিরি
আবার আরম্ভ থেকে সংজ্ঞায়িত হতে।
ও আমার অন্তরঙ্গ বাতাস,
তোমার বহুদূর থেকে আগত
গর্জন
পৃথিবীর সর্বশেষ কিনারা যেন।

পার্শ্ববর্তী আগুন

বাইজানটাইন

নীলরঙের
মেষচর্মের দিন আর শিঙের শব্দ

রাত্রে হাঁটতেই আমি পছন্দ করি
ঢাকা দিয়ে
ছেলেমেয়েদের যাতে তাদের ঠান্ডা না লাগে।

চারণভূমির জন্য পিনকুশন

প্রেমিকদের খুঁজছে
মূর্তিগুলি
রূপালি পোশাকে
তারা ঘুমায়

একটু বেশি এখানে
একটু বেশি সেখানে

এভাবেই সুতো ঢুকে যায় সূচের চোখের ভেতর।

মূল্যবান পাথরের জন্ম

নঞর্থকতায় বাঁধা আমার মাংস, রাজকীয়

কোন বণিক সম্পদশালী হবে
এই পাথর
থেকে?

শুভ্র মার্চ

সবকিছু
উলটপালট করাতে
আমার আপত্তি
যেন আমার গোটাজীবন
দুই পকেটে যাপিত।

বিশাল ডালাগুলি
দুই দিকে খুলে দিচ্ছে পাহাড়।
আর ঠিক পিছনে
জলপ্রপাতগুলি,

আমি আগামী দর্পণের মুখোমুখি দাঁড়াবো।

নতুন ধাতুক থেকে
নক্ষত্র, শ্রমে
আমি উত্তীর্ণ হলাম।

প্রস্থান

বৃষ্টি
আর আমি নিঃশেষিত
গেটে পৌঁছানোর আগেই।

সাপধরা
হাত
পুরুষালি স্বপ্নের ভেতরে রাখার জন্য
কিছু
যা চাকার বাইরে।

প্রথাভাঙা রূপ

একটু বেশিই হয়তো
আর
পাহাড় পাহাড় পাহাড়
পিছুটান
আমার পালিয়ে যাওয়া

আমার জীবনের শেষ বিলাস।

পবিত্র রুটি

টুকরোগুলো গুরুত্ব সহকারে নাও,
বিশ্বাসের বর্শাগুলি নিরুত্তরের দিকে ধাবমান।
রাতের ইস্টে বিশ্বাস রাখো
উড্ডীন ভাগ্যের প্রতি
যা তোমার আস্বাদীয় প্রভাতী রুটি।

পারদের ওপর মূর্তি

ঘরের কিনারায়
আমি সংশয়ের কাছে খুলে রাখলাম আমার গ্রীবার মুক্তোগুলি।
অস্তিত্বের ভেতরে ঘূর্ণন অথবা নয়
আমার আত্মার।
দর্পণ, আমার সাক্ষী
বলে যে মৃত্যুপাথর
আমাকে ভাঙেনি, এখনও।

তার অলীক ছবিগুলি

জীবনের তিক্ত ঘাসের কথা যে ভাবছিল
আর তার গ্লাস উপচে উঠল,
কারণ ফোয়ারা মুখ দিয়ে ফিরে আসে বৃষ্টিজল
আর আমাদের অন্তরস্থ ঘাসকে পুষ্ট করে।
হৃদয় যখন বসন্তকে বেষ্টন করে
সোয়ালো পাখি প্রস্তুত হয় দূরে উড়ে যাওয়ার
তার ডানার ওপর গভীর শান্তি।
বর্বর জলের ওপর
গভীর, রাজকীয় লালের রাজ্য
তীব্র আশাহত।
অনন্তের স্বপ্ন-নৈরাজ্য।
অসীম মুহূর্তের স্বপ্নগুলি।

সিঁড়িতে

চৌকাঠ
আর
বধূ
উপহারগুলি
সুখতলার গভীরতম প্রয়োজন।

বসন্ত বিলাপ

আমার দেশের মেয়ে
সমস্ত আত্মা দিবসে শুয়ে থাকো
তোমার এই অধিকার
বিধিনিষেধের বাইরে।
প্রতিবিম্বনের আপেল সংখ্যা তিন
বরফ নির্মিত বিবাহ অঙ্গুরীয়তে।

একটি জন্মদিনের স্মৃতি

জন্মদিন আর সাদা কেমব্রিক
বুনো-বাদামের দূরাগত ঋতু
অনেক আলিঙ্গন আর অনেক ভালোবাসায়
শরীর বদলে যাচ্ছে ফলে।

সাদা-ধনুক, পাখিদের উল্লাস

কলকাকলি, যথেষ্ট প্রজ্জ্বলিত অলকরাশি
ছেলেদের স্বপ্নগুলি উদ্বেলিত
রেশমের বর্ম যেন।

ফেব্রুয়ারি মাস ছিল
অতিথি-আত্মজনেরা উপস্থিত।
মিনাকে নিয়ে রোজ আন্টি।

শূন্যতা

তার স্থান শূন্য শীতের ফুলদানিটির মতো...